কোচিং সেন্টার ও দেশের ভবিষ্যৎ

বাংলাদেশের কোচিং সেন্টারগুলো গত ১০ বছরে কিংবা তার কিছু বেশি সময়ে সফলতার সঙ্গে একটি কাজ করেছে, সেটি হলো সারা দেশের অভিভাবকদের মধ্যে শক্তভাবে এই ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া যে তাঁর সন্তান পরীক্ষায় এ+ পেলেই শুধু ভালো ছাত্র বা ছাত্রী, বাকি যেকোনো রেজাল্ট ফেলের সমতুল্য।

এ বছর জানুয়ারির ১ তারিখের একটি ঘটনা বলি, ঢাকা থেকে করটিয়ায় আমাদের স্কুলে গিয়ে শুনলাম, সদ্য পিএসসিতে কৃতকার্য হওয়া একটি ছেলেকে তার বাবা আমাদের স্কুল থেকে অন্য স্কুলে নিয়ে যাচ্ছেন। আমি ওই অভিভাবকের সঙ্গে দেখা করে জানতে চাইলাম বাচ্চাটিকে কেন নিয়ে যাচ্ছেন? তিনি বললেন, 'ও তো বিজ্ঞানে ফেল করছে, তাই।' আমি বললাম, 'ও তো ফেল করে নাই, 'এ' পেয়েছে, তার মানে হলো ৭০ থেকে ৭৯-এর মধ্যে পেয়েছে।' উত্তরে তিনি বললেন, 'ওইটা ফেলই'। বাচ্চাটি আমার পাশে দাঁড়িয়ে হাপুসহুপুস করে কাঁদছিল। সে কিছুতেই আমাদের স্কুল ছেড়ে যাবে না। বাবার কাছে জানতে চাইল, 'তুমি তাহলে আমাকে ইংলিশ ভার্সনে পড়ালে কেন?' বলে আবার কাঁদতে লাগল। আমি ওর কাঁধে হাত রেখে বসেছিলাম, অনেক কষ্টে আমি চোখের পানি সামলালাম। বাচ্চাটিকে সত্যিই বাবা নিয়ে চলে গেলেন।

রাফিনের সহপাঠী ছিল ওই বাচ্চাটি এবং খুব প্রিয় বন্ধুও ছিল ওর। ছোটবেলা থেকে ইংরেজি ভার্সনে পড়াশোনা করেছে, চমৎকার, স্মার্ট, মেধাবী একটি শিশু। ওকে হারিয়ে ক্লাস ফাইভের সব ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের সবারই ভীষণ মন খারাপ ছিল। গ্রামের বৈরী পরিবেশে আমরা আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করি একটা শিশুকে সুস্থ পরিবেশ উপহার দিতে এবং তার মেধার সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটাতে। একজন বাচ্চা চলে যাওয়া মানে একটি সম্পদ হারানো। বাংলা ভার্সনের তুলনায় ইংরেজি ভার্সন দ্বিগুণ কঠিন। এই দ্বিগুণ কঠিন মাধ্যমে সে ছয় বিষয়ে জাতীয় পরীক্ষা দিয়ে পাঁচটিতে এ+ পেয়েছে এবং একটিতে 'এ' পেয়েছে, কিন্তু মা-বাবার কাছে সে ফেল। এবং শাস্তিস্বরূপ তাকে তার অতি প্রিয় স্কুল থেকে কোচিং সেন্টারে স্থানান্তরিত করা হলো, কারণ তারা কথা দিয়েছে পরের সব পরীক্ষায় তার এ+ নিশ্চিত।

এই বাবাটি একজন প্রতীকী বাবা। প্রতিবছর প্রায় ২৫ লাখ বাচ্চা পিএসসি দেয়, তাদের অভিভাবকদের ৯৮ শতাংশের মনেই থাকে একই স্বপ্ন, তাঁর ১০ বছরের শিশুসন্তানকে যেকোনোভাবে এ+ পেতেই হবে। তার জন্য যা খরচ করতে হয় তাঁরা করবেন এবং শিশুর ওপর মানসিক ও শারীরিক যা চাপ দেওয়া দরকার সেটা দেবেন। আর এই ২৫ লাখের মধ্যে যখন ২২ লাখই এ+ পায় না, তারা তখন হয়ে যায় ফেল পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রী। সব অভিভাবকের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য না হলেও বেশির ভাগ অভিভাবকের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য। তাই বলছিলাম, বাংলাদেশের কোচিং সেন্টারগুলো খুবই সফল। প্রতিবছর বন্ধ করি করি বলেও পিএসসি বন্ধ হচ্ছে না, কারণ এখানে আছে হাজার হাজার কোটি টাকার বাণিজ্য। আর হাজার কোটি টাকা আমরা অভিভাবকরা সাগ্রহে কোচিং সেন্টারের হাতে তুলে দিচ্ছি নিজেদের সন্তানকে তোতাপাখি বানানোর বিনিময়ে। এর রেজাল্ট ঘটতে শুরু করেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় ৫৮ হাজার পরীক্ষার্থীর ৯৫ শতাংশ ইংরেজিতে ফেল করে। বাকি রেজাল্ট পাওয়া যাবে আর ১০ বছর পরে। এই জেনারেশন যখন দেশের চালকের আসনে বসবে...। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন।

লেখক : শিক্ষক ও সাংবাদিক
এডমন্টন, কানাডা
Ziahasan69@gmail.com

প্রতিবছর বন্ধ করি করি বলেও পিএসসি বন্ধ হচ্ছে না, কারণ এখানে আছে হাজার হাজার কোটি টাকার বাণিজ্য। আর হাজার কোটি টাকা আমরা অভিভাবকরা সাগ্রহে কোচিং সেন্টারের হাতে তুলে দিচ্ছি নিজেদের সন্তানকে তোতাপাখি বানানোর বিনিময়ে। এর রেজাল্ট ঘটতে শুরু করেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় ৫৮ হাজার পরীক্ষার্থীর ৯৫ শতাংশ ইংরেজিতে ফেল করে